বাংলা ভাষা

বাংলা আদি অধিবাসীর ভাষা ছিল অস্ট্রিক। আর্যরা আসার পর তারা হারিয়ে যায়। আর্যদের প্রাচীন ভাষা ছিল প্রাচীন বৈ এই ভাষাকে সংস্কার করে নাম দেওয়া হয় সংস্কৃত ভাষা।- সংস্কৃত ভাষা হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু সাধ মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত না। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত শব্দের শাব্দিক অ হল স্বাভাবিক।

প্রাকৃত ভাষা থেকে সৃষ্টি হয় দুটি ভাষা। একটি সাধু এবং অপভ্রংশ। অপভ্রংশ থেকে এই বাংলা ভাষার সৃষ্টি

উৎপত্তি:—

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। মতান্তরে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব। দশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীকে বাংলা ভাষার আদিস্তরের বিবা

বর্তমানে সাড়ে তিন হাজারের উপর ভাষা রয়েছে। বাংলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মুখের ভাষা বাংলা। বর্তমা প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা।

মধ্যযুগ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০১ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১২০৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান সা. মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির আগমন এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয়। তাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পুরোটা মুসলিম শাসনের অন্তর্গত।

মধ্যযুগ

- পূর্বযুগ (১২০১ - ১৩৫০) অন্ধকার যুগ
- সুলতানী যুগ (১৩৫০ - ১৫৭৫)
- মোগল যুগ (১৫৭৬ - ১৭৫৭)

পূর্বযুগ → প্রধানত ভাষা গঠনের যুগ বলা হয়। এই সময় কোন সাহিত্য পাওয়া যায় না। এটি অন্ধকার যুগ বলা হয়।

⇒ হরিপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি → মহামহোপাধ্যায়,

⇒ ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থে
আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। হরীপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পা।

⇒ চর্যাপদের সবচেয়ে প্রাচীন কবি → শবরপা,

⇒ কাহ্নপা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ

⇒ কুক্কুরীপা তিব্বতের কাছাকাছি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল

⇒ চর্যাপদের প্রথম কবি → লুইপা,

বাংলা সাহিত্যের যুগ

- প্রাচীন/আদিযুগ (৬৫০ – ১২০০ খ্রী:)
- মধ্যযুগ, (১২০০ – ১৮০০ খ্রী)
- আধুনিক যুগ ১৮০১ – চলা

ডাক ও খনার বচন :—

ডাক ও খনার বচন আদিযুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়।

ডাকের বচন → জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা

খনার বচন → কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে

চর্যাপদের রচনাকাল

ডঃ শহীদুল্লাহের মতে → ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে।

ডঃ সুনীতিকুমার মতে → ৯৫০ – ১২০০ খ্রিস্টাব্দে,

⇒ চর্যাপদের বাঙালি কবি → শবরপা

⇒ চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত,

⇒ পদকর্তা → শহীদুল্লাহের মতে – ২৩ জন → প্রথম কবি শবরপা

সুকুমার সেনের মতে – ২৪ জন → লুইপা

⇒ শহীদুল্লাহর বই → বুদ্ধতত্ত্ব ও বৌদ্ধ সংগ

সুকুমার সেনের বই → বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,

⇒ কাহ্ন

⇒ চর্যাপদ রচনা করেন → বৌদ্ধ সহজিয়াগণ,

সহজিয়াগণ বৌদ্ধ হল সহজযান বৌদ্ধ/পন্থি। তাদের কে সবই দেহের মত সহজ, ধারণা করা হয় সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে বাউলদের ঘনিষ্ঠতা আছে,

⇒ এতে মোট ৫১টি পদ আছে। কালের পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এতে সর্বমোট সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া গেছে

**২৩ নং পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায় তবে এর শেষ অংশ পাওয়া যায় নি,

*** ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদগুলি পাওয়া যায় নি,

⇒ মোট পদকর্তা ২৪ জন,

⇒ অনেকের মতে, আদি চর্যাকার লুইপা, তবে শহীদুল্লাহ মনে শবরপা,

⇒ আধুনিকতম কবি ডুম্বু অথবা সরহ,

⇒ কাহ্নপা সর্বাধিক ১৩টি পদ রচনা করেন, যার মধ্যে ১২টি পাওয়া গেছে।

কাহ্নপা — ১৩টি, ডুম্বু — ৮টি সরহ — ৪টি, লুইপা - পদ রচনা করে,

বাংলা সাহিত্যের যুগ

⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য/কবিতা সংকলন হল চর্যাপদ। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন। ভট্ট হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার হতে ১৯০৭ "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়" নামক পুথিটি আবিষ্কার করেন। এই চর্যা সাথে "ডাকার্ণব ও দোহাকোষ নামে আরও দুটি বই নেপালের দরবার হতে আবিষ্কৃত হয়।

⇒ ১৯১৬ সালে সবগুলো বই একসাথে "হাজার বছরের পুরাণ ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা নামে প্রকাশ করেন।

⇒ ধারণা করা হয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী এই পদগুলো আবিষ্কৃত হয়।

⇒ চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যা ভাষা ও বলে। এইগুলো গান ও ক

⇒ Origin and Development of Bengali language বইটির লেখক — ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

⇒ চর্যাপদকে উড়িষ্যা, বিহার, আসাম ও পশ্চিমবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

⇒ চর্যাপদের বিষয়বস্তু ছিল বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে

বাংলা ছাপাখানা

→ উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৯৮ সালে গোয়ায়। (পর্তুগীজ লিসবন)

→ ১৭৭৮ সালে হুগলিতে চার্লস উইলকিন্স প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়। তিনিই বাংলা অক্ষর নকশা তৈরী করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করে।

→ উইলিয়াম কেরি ১৮০০ সালে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে।

→ ১৮৪৭ সালে রংপুরে বার্তাবহ যন্ত্র নামে একটি ছাপা প্রতিষ্ঠা হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা।

→ ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা হয় ১৮৬০ সালে। ছাপা নাম ছিল বাংলা প্রেস। ১৮৬০ সালের মুদ্রিত দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

বাংলা লিপি

ব্রাহ্মী লিপি হতে বাংলা লিপি ও বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শুধু বাংলা ~~লিপি থেকে~~ নয় সকল ~~সং~~ ভারতীয় লিপি থেকে জন্মলাভ করে। ব্রাহ্মী লিপি হল মৌলিক লিপি। পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

ভারতীয় লিপিমালা
- ব্রাহ্মী লিপি
  - পশ্চিমা লিপি
  - মধ্যভারতীয় লিপি
  - পূর্বী লিপি
    - বাংলা লিপি।
- খরোষ্ঠী লিপি

শাখা

ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষা (৫০০০ - ৩৫০০) → সতম →

গৌড়ী প্রাকৃত
মাগধী প্রাকৃতের
প্রান্তর রূপ
↓
শ্রে গৌড় অপভ্রংশ → বাংলাভাষা।

← প্রাচীন প্রাচ্য প্রকৃত ← প্রাচীনতরবর্তীয় আর্যকথ্য ← প্রাচীনতর আর্য

⇒ বাংলাভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত।

⇒ ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার শাখা ২টি → সতম, ও কেন্তুম

বাংলা ভাষার উদ্ভব

* সুনীতিকুমার এর মতে, → মাগধী প্রাকৃত থেকে।
* শহীদুল্লাহ এর মতে → গৌড়ী প্রাকৃত থেকে।

বাংলাভাষার উদ্ভব ঘটে →
শহীদুল্লাহর মতে → খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।
অধিকাংশের মতে → খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে।

সূতিকাল

সুনীতিকুমারের মতে → দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
শহীদুল্লাহর মতে

সুলতানি যুগ = এই সময়ে গৌড়ীয় শাহী দরবার বাংলা ও সাহিত্যের মাধুরস্পর্শে গড়ে উঠে। এই যুগকে গৌড়ীয় বলা হয়।

সুলতান	কবি	কাব্য
১. গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (C)	শাহ মুহাম্মদ সগীর (S)	(ইউসুফ) জোলাখা
২. (T) জালালুউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ	কৃত্তিবাস (K)	রামায়ণ (রাম) (K)
৩. রুকনউদ্দীন বারবক শাহ	যশোরাজ খান	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
৪. আলাউদ্দীন হুসেন শাহ	বিপ্রদাস	মনসা বিজয়
	বিজয় গুপ্ত	মনসা মঙ্গল
	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
৫. শামসউদ্দীন ইউসুফ শাহ (S)	জৈনুদ্দিন (C)	রসুল বিজয় ও দি রসুল
৬. নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ	বিদ্যাপতি	বৈষ্ণব পদ
	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত অনুবাদ।

*** গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ এর সাথে পারস্যের কবি হাফিজ পত্রালাপ হয় এবং তিনি তাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান।

মোগল যুগ :— মুসলমান কবিগণ মহাকাব্য রচনা করেন।

রাজসভা	কবি
সম্রাট আকবরের রাজসভা	আবুল ফজল :— সম্রাটের সভাকবি প্রধানমন্ত্রী। তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ আইন-ই-আকবরী
আরাকান রাজসভা	দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, সরদন, আবদুল করিম খোন্দকার, কাজেম আলী
কৃষ্ণনগর রাজসভা	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

আইন-ই-আকবরী বইয়ে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে সম্মানে উল্লেখ আছে

শ্রীচৈতন্য প্রভুদেবের ধর্মসংস্কার → একটি পদ্ধতি রচনা না করেও তার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যযুগ

- প্রাক চৈতন্য যুগ (১৩৫০ — ১৫০০ খ্রী:)
- চৈতন্য যুগ (১৫০০ — ১৬০০ খ্রী)
- চৈতন্য পরবর্তী (১৬০০ — ১৭০০

মঙ্গলকাব্য

⇒ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এক শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল শব্দটির অর্থ হল "কল্যাণ"। কাব্য দেবতার আরাধনা, করা হয় এমনকি যাহা শোনাতে এবং বিপরীতে অমঙ্গল তাহাই মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যমঙ্গল গোবিন্দমঙ্গল এদের সাথে মঙ্গল কথা থাকলেও তারা মঙ্গলকাব্য নয়।

⇒ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে মঙ্গলকাব্যের কবি ৬২

⇒ ~~মনসামঙ্গলের~~ মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা তিনটি। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ও অন্নদামঙ্গল।

⇒ মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হল দেবীর আরাধনা, মঙ্গলকাব্যে মোট ৩টি অংশ থাকত।

মঙ্গলকাব্য দুই ধরনের——

১. পৌরাণিক শ্রেণী → অন্নদামঙ্গল, ~~চণ্ডীমঙ্গল~~ চণ্ডীকামঙ্গল, শিবায়ন

২. লৌকিক শ্রেণী → মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসু

⇒ ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে বসন্তরঞ্জন রায়ের ~~বই~~ সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়।

⇒ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে প্রধান তিনটি চরিত্র হল —

① কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) ② রাধা (জীবাত্মা বা প্রকৃতি)

③ বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি)

⇒ প্রথম ও শেষ পাতা পাওয়া যায়নি, এবং মূল একটি চিরকুটে "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ" লেখা থাকায় অনেকে এর নাম দেন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

⇒ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সর্বমোট তের বা ১৩ খণ্ডের।

⇒ মধ্যযুগে ধর্মই মুখ্য ছিল, মানবতা ছিল গৌণ।

⇒ কানু ছাড়া গতি নাই ⟶ এটি ছিল মধ্যযুগ।

⇒ কানু হল কৃষ্ণ।

ব্রজবুলি ভাষা

বৈষ্ণব পদাবলী অধিকাংশই রচিত হয় ব্রজবুলি ভাষায়, এটি মৈথিলী ও বাংলার মিশ্রণে একটি সাহিত্যিক ভাষা, এতে কিছু হিন্দি শব্দও আছে। ব্রজবুলি কখনও মানুষের মুখের ভাষা ছিল না। মিথিলার রাজ্যসভার কবি বিদ্যাপতি এই ভাষার স্রষ্টা,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

⇒ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এটি মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন। বড়ু চণ্ডীদাস এটি রচনা করেন।

⇒ ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত রচনা।

উপজীব্য :- মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীবকুলের আকুলতাই এখানে প্রধান উপজীব্য,

⇒ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

⇒ ১৯০৯ সালে বসন্তরঞ্জন রায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়াল

জ্ঞানদাস

চৈতন্যের বৈষ্ণব পদাবলী অন্যতম কবি (পদকর্তা) হিসে বিখ্যাত ছিলেন। তার পদ সংখ্যা প্রায় চার শত, ক প্রথম বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ লেখেন।

তার বিখ্যাত পদগুলো হল →

⇒ সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

⇒ রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

(জ্ঞানদাস)

গোবিন্দদাস:— চৈতন্যের পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা — গোবিন্দদাস তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তার প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী তাকে কবিরাজ উপাধি দেন। ~~বিদ্যাপতি~~ ~~তিনি~~ মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাসের কাছ তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য পদ → ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
→ যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি
→ কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল,
→ মঞ্জীর-চীর কঠিন কপাট,

তার বর্ণ উচ্চারিত হয়েছে।

শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই,

কিন্তু মধ্যযুগে একাধিক কবি নিজেকে চণ্ডীদাস বলে দাবি করেন। ড: শহীদুল্লাহ এর মতে, চণ্ডীদাস তিন জন: বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, ও দীন চণ্ডীদাস। এদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস সবচেয়ে প্রাচীন কবি।

সোনার বন্ধু আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
দ্বিজ চণ্ডীদাস।

চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি – চণ্ডীদাস।

মৌলিক সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল → বৈষ্ণব পদাবলী
বৈষ্ণবদের উপাস্য হল শ্রীকৃষ্ণ।

বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তা

1. বিদ্যাপতি :—

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা। তার পদগুলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। তিনি একজন কবি। তিনি বাংলা পদাবলি না লিখেও বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত মর্যাদাবান কবি হিসেবে পরিচিত।

বিদ্যাপতির উপাধি — মৈথিলী কোকিল, অভিনব জয়দেব, এই নামে পরিচিত কবিকণ্ঠহার।

চণ্ডীদাস :—

বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস।

রাধা কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অলৌকিক প্রেমবিষয়ক পদের রচয়িতা চণ্ডীদাস। রাধার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন "সই আমার মরণ ভাল"। ঐ পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হল চণ্ডীদাস। তিনি জগৎকে প্রেম বুঝিয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানবতাবাদী কবি।

অন্ধকার পরবর্তী যুগ বা মধ্যযুগ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র সৃষ্টি "অনুবাদ ও মৌলিক" এই দুই শ্রেণীতে রচিত।

মৌলিক রচনা :— যেমন, বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য, ইত্যাদি।

অনুবাদ → সংস্কৃত থেকে অনূদিত যেমন, রামায়ণ, মহাভারত, ও
→ আরবি ও ফারসি, হিন্দি ভাষা হতে মুসলমান কবি রচিত প্রণয়োপাখ্যান কাব্যগুলো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

- মৌলিক সাহিত্য
  - বৈষ্ণব পদাবলী
  - জীবনী সাহিত্য
  - মঙ্গলকাব্য
  - লোকসাহিত্য
  - নাথসাহিত্য
  - নাথধর্ম
- অনুবাদ সাহিত্য
  - আরবি, ফারসি হিন্দি থেকে প্রণয়োপাখ্যান
  - সংস্কৃত থেকে

অন্ধকার যুগ

(৭০০ — ১৩৫০) খ্রীঃ কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে। এই যুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল —

① শূন্যপুরাণ ⟶ রামাই পণ্ডিত রচিত ধর্মপূজা পদ্ধতি গ্রন্থ

② সেক শুভোদয়ার ⟶ অশুদ্ধ বাংলা এবং সংস্কৃত মিশ্রিত একটি গ্রন্থ। সুনীতিকুমার একে dog sanskrit বলে অভিহিত করেছেন। এটি রচনা করেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র।

[***] শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে বাংলার জীবনী সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়।

⇒ বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম — লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল।

⇒ বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী হল — কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত।

মনসামঙ্গল :—

সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হল মনসা। তার অপর নাম কেতকা ও পদ্মা দেবী। এই দেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্য হল মনসামঙ্গল। কোথাও তা পদ্মপুরাণ নামে পরিচিত।

⇒ মনসামঙ্গলের আদি কবি হল কানা হরিদত্ত। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর কবি।

⇒ উল্লেখ্য যোগ্য কবি— নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস, ইত্যাদি।

⇒ মধ্যযুগের একমাত্র— মহিলা কবি চন্দ্রবতীর পিতা ছিলেন দ্বিজ বংশীদাস।

⇒ বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম - পদ্মাপুরাণ—

⇒ বিপ্রদাস পিপিলাই এর কাব্যের নাম - মনসাবিজয়।

⇒ এ গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - গল্প বৈচিত্র্য।

⇒ মনসামঙ্গল এর প্রধান চরিত্র হল চাঁদ সওদাগর, বেহুলা লখিন্দর।

চন্ডীমঙ্গল কাব্য

চন্ডীদেবীর কাহিনী নিয়ে রচিত চন্ডীমঙ্গল।

⇒ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চন্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিতা। জেমিনী রাঘুনাথ তার কবিতার প্রতিভার স্বীকৃত স্বরূপ তাকে কবি উপাধি দেন।

⇒ চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি → মানিক দত্ত।

ধর্মমঙ্গল

⇒ ধর্মঠাকুরের নামে যে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছে তার নাম ধর্মমঙ্গল।

⇒ ধর্মমঙ্গল ধারার প্রধান কবি → ময়ূরভট্ট। আদিও প্রথম কবি।

⇒ ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি → ঘনারাম চক্রবর্তী।

অন্নদামঙ্গল

মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ড – শিবায়ন অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড – বিদ্যা ও কালিকামঙ্গল এবং ৩য় খণ্ড → মানসিংহ অন্নদামঙ্গল। এই তিন খণ্ডকে সপ্তাঙ্গ কাব্য বলা হয়।

⇒ নবদ্বীপের মহারাজ ভারতচন্দ্রকে রায়গুণাকর উপাধি দেন।

⇒ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা – অন্নদামঙ্গল,

⇒ অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনী প্রার্থনা→ আমার মন যেন থাকে দুর্গা-পাতে।

⇒ কালিকামঙ্গল → দেবী কালীর মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত।

⇒ কালিকামঙ্গলের আদি কবি → কবি কঙ্ক,

⇒ চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব চণ্ডী আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত "অভয়ামঙ্গল"

⇒ ভারতচন্দ্রের লেখা → সত্যপীরের পাঁচালী, মানসিংহ ও বাণ উপাখ্যান, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গল, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, চণ্ডীনাটক ইত্যাদি।

(ক) নাথ গীতিকা :— স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন রংপুর জেলা মুসলিম কৃষকের কাছ হতে সংগ্রহ করে। মানিকচন্দ্র রাজার গান নামে প্রকাশ করেন।

(খ) ময়মনসিংহ গীতিকা :—

কৃষ্ণপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত সাবেক কৃষ্ণের ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর বিল, নদ নদী তীরে অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয় তা ই ময়মনসিংহ গীতিকা নামে পরিচিত

⇒ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো সংগ্রহ করে ও ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করেন।

⇒ ময়মনসিংহ গীতিকা বিশ্বের ২৩টি ভাষায় অনুদিত ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম গীতিকা হচ্ছে → মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দেওয়ান মদিনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্কা ও লীলা এবং কাজল রেখা

অঞ্চলভেদে লোকগীতির পার্থক্য দেখা যায় —

পশ্চিমবঙ্গের → ঝুমুর, ভাদু, টুসু

উত্তরবঙ্গের → গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া

পূর্ববঙ্গের → জারি, ঘাটু

হারামণি → বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতির সংকলন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

গীতিকা :- এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকা হল গীতিকা। ইংরেজীতে বলা হয় ব্যালাড। Ballad শব্দটি ফরাসি বা Ballad বা নৃত্য শব্দ থেকে এসেছে। ইউরোপে প্রাচীনকালে যে নাচের সাথে যে কবিতাগুলি গাওয়া হত তাকেই Badlad বা গীতিকা বলা হয়। এটি তিন বিভক্ত।

লোকসাহিত্য :-

লোকসাহিত্য বলতে বোঝায় জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি

⇒ ডাক ও খনার বচন বাংলা লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে পরিচিত।

⇒ ইংরেজী Folklore শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

লোকসাহিত্য
- ছড়া
- লোকগীতি
- গীতিকা
- কথা (উপকথা, রূপকথা ও ব্রতকথা)
- ধাঁধা
- প্রবাদ

লোকগীতি :

লোকসমাজে মুখে মুখে যে গীতি চলে আসছে তাই হল লোকগীতি। এতে কোন কাহিনী থাকে না।

⇒ হারামণি হল বিখ্যাত প্রাচীন লোকগীতি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

মধ্যযুগের কবি :— শেখ ফয়জুল্লাহ মসিয়াখ্যানকাব্যের আদি কবি জৈনবের চৌতিশা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

⇒ দৌলত উজির বহরাম খান :— জঙ্গনামা কাব্য রচনা করেন। কারবালার বিষাদময় যুদ্ধ নিয়ে এ কাব্যের জন্ম

শেষকথা রচনা

কবির নাম	কাব্যের নাম
1. দৌলত উজির বহরাম খান	ইমান বিজয়, জঙ্গনামা
2. শেখ ফয়জুল্লাহ	জৈনবের চৌতিশা
3. মুহাম্মদ খান —	মুক্তল হোসেন কাব্য
4. হায়াত মামুদ	কারবালা কাব্য
5. আবুল আলিম	হানিফার লড়াই
6. নজির আলী	হাজিফার কারবালা যাত্রা

নাথ সাহিত্য

→ প্রাচীনকালে শিব উপাসক ও যোগী সম্প্রদায়ের এক ধরণের ধর্ম ছিল তার নাম নাথসাহিত্য।

→ ১৮৭৮ সালে জর্জ গ্রীয়ারসন রংপুর থেকে সংগ্রহীত একটি গীতিকা "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নাম করে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়।

⇒ ভীমসেন, শ্যামদাস সেন, শেখ ফয়জুল্লাহ, এই সাহিত্য আছে কবি।

⇒ শেখ ফয়জুল্লাহ :— গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচয়িতা

মর্সিয়া সাহিত্য :—

মর্সিয়া আরবি শব্দ যাহার অর্থ- শোক বা আহাজারি করা। মার্সিয়া সাহিত্য মূলত শোককাব্য।

উপজীব্য: কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হাসান ও হোসেন এর উপজীব্য করে মর্সিয়া সাহিত্য উদ্ভব।

⇒ বিষয় মুসলমানের শাব-ই-মিরাজ গ্রন্থে রসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

⇒ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্ম প্রচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে "রসুল বিজয়" কাব্যে।

⇒ কাব্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনী ও চরিত্রের বর্ণনা করা "রসুল চরিত" ।

জীবনী সাহিত্য

কড়চা : → কড়চা শব্দের আভিধানিক অর্থ— ডায়েরী বা দিনলিপি
তবে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ কড়চা নামে পরিচিত

কড়চা

রচয়িতা

1. বৃন্দাবন দাস → চৈতন্যভাগবত। বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম।
2. লোচন দাস → চৈতন্যমঙ্গল।
3. কৃষ্ণদাস কবিরাজ → চৈতন্যচরিতামৃত। বাংলাভাষায় সবচেয়ে তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্য জীবনী

জীবনী সাহিত্য :— সৈয়দ সুলতান ১৫৫০ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার রচিত কাব্য → 1. নবীবংশ, 2. শাহ-ই-মিরাজ 3. রসুল ৪. তোফা ই রসুল ৫. জয়কুম রাজার লড়াই ৬. হবলিসনামা ৭. ওনে চৌতিশা ৮. জ্ঞান প্রদীপ, ৯. সরস্বতী গানও পদ

⇒ তিনি নবীবংশ গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত। এটি নবীদের জীবনলেখ্য ধরণের গ্রন্থ। ১৫৮৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়

⇒ নবীবংশ ফারসি কাব্য কাসাসুল আম্বিয়া অনুসরণে লেখা

⇒ নবীবংশের ইতিবৃত্ত ও ইসলামের ধর্মকথা → বাংলাভাষায় লেখা

ক. মহুয়া পালা → ময়মনসিংহ গীতিকার শ্রেষ্ঠ পালা। এটি একটি প্রণয় আখ্যান, রচয়িতা → দ্বিজ কানাই।

খ. দেওয়ানা মদিনা → রচয়িতা মনসুর বয়াতি।

গ. কাজল রেখা।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা:—

পূর্ববঙ্গ গীতিকা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গীতিকাগুলো পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য গীতি → নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোর, কামল সওদাগর।

শিল্প: রূপকের মাধ্যমে ও বিজ্ঞানের আকারে কোন এক লোক গুপ্তবুদ্ধি ও চিন্তার অনুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বর রূপায়িত হয় তাহাই শিল্প।

Extra

অনুবাদ সাহিত্য :—

অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি :→

কৃত্তিবাস ওঝা :—

নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখুটি বংশে জন্ম —

⇒ কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণ রচয়িতা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তিনি রামায়ণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক

⇒ কৃত্তিবাস ওঝার অপর নাম → শ্রীরাম পাঁচালি।

⇒ ১৮০২-০৩ সালে শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে কৃত্তিবাস রামায়ণ প্রকাশিত হয় পাদ্রীদের আগ্রহে।

⇒ মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাবই বেশি।

চন্দ্রাবতী

⇒ ~~তিনি~~ চন্দ্রাবতী ~~কবি~~ মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারি গ্রামে ১৫[illegible] সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামায়ণের অনুবাদক

ছড়া : লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি হল ছড়া। ছড়াগুলো সেরে প্রাধান্য পায়।

কথা :— কথা বা ইংরেজীতে যাহা Folk-lore নামে পরিচিত, এটি তিন প্রকার ① রূপকথা ② উপকথা ③ ব্রতকথা

রূপকথা :— বাস্তব রাজ্যের সাথে যার কোন যোগাযোগ নাই তাহাই হল রূপকথা।

যেমন → দমিনার জন নিতি মজুমদার সংবাদ ঠাকুরমার ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদাদার ছেলে। ইত্যাদি।

উপকথা :— পশুপাখির চরিত্র নিয়ে যে সব কাহিনী গড়ে উঠেছে তাহাই হল উপকথা।

যেমন → ইসপের উপকথা।

ব্রতকথা → বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতে যে কথা বলা হয়েছে এবং ধর্ম বোধের কথা বলা হয়েছে তাই ব্রতকথা।

⇒ বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রথম মহিলা কবি হল চন্দ্রাবতী।

⇒ চন্দ্রাবতীর পিতা → মনসামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ বংশী

⇒ রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রাবতী রচিত কাব্য – মলুয়া, দস্যু কেনারাম

⇒ চন্দ্রাবতীর গাথাগুলো চন্দ্র কুমার দে সংগ্রহ করেন

⇒ দীনেশ চন্দ্র সেনের পূর্ববঙ্গ গীতিকার সন্ধান পাওয়া যায়।

দৌলত উজির বহরাম খান

⇒ মধ্যযুগের অন্যতম কবি দৌলত উজির বহরাম খান। এটি তার উপাধি ছিল। তার প্রকৃত নাম আসাউদ্দিন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার কবি।

⇒ তার প্রথম কাব্য → জঙ্গনামা বা মুক্তল হোসেন

⇒ জঙ্গনামা বা মুক্তল হোসেন → কারবালার কাহিনী নিয়ে

⇒ তার শ্রেষ্ঠ রচনা → লায়লী মজনু। এই কাহিনী জন্ম হল – আরবি লোকগাঁথা।

কোরশী নাগর চিত্রঃ

⇒ রোসাঙ্গরাজের প্রধানমন্ত্রী এবং আলাওলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

⇒ চন্দ্রাবতী ॥ কোরশী নাগর চিত্রের একমাত্র কবি-

⇒ তিনি বাংলা, আরবি, পারসি, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন।

আরাকান রাজ্যসভার কবি

** দৌলত কাজী → রাজ্যসভার আদি কবি। আরাকান রাজ্যসভার প্রথম বাঙালী কবি, লৌকিক কাহিনীর আদি কবি। তিনি সুফি মতাবলম্বী ছিলেন।

** আলাওল → আরাকান রাজ্যসভার শ্রেষ্ঠ কবি মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি, জন্ম চট্টগ্রাম জোবরা গ্রাম, তিনি আরাকান রাজসভার রাজ উমাদারের রাজদেহরক্ষী অশ্বারোহী, তৎকালীন আরাকানের রাজা ছিলেন সুধর্মা।

⇒ পদ্মাবতী তার শ্রেষ্ঠ রচনা, এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস,

⇒ তার মৃত্যু → ১৬৭০ সালে

উল্লেখযোগ্য রচনা → পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হপ্ত পয়কর, সিকান্দার নামা, তোহফা ইত্যাদি,

আরাকান রাজ্যসভায় বাংলা সাহিত্য :—

আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে "রোসাঙ্গ" বা "রোসাঙ্গ" নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আরাকান, বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। আরাকানের অধিবাসীরা মূলত বাংলাদেশের মগ নামে পরিচিত। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজ্যসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ অনুকূল সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

কবি	পৃষ্ঠপোষক	কাব্য
1. দৌলত কাজী	আশরফ খান	সতীময়না লোর চন্দ্রানী / সেমসাং
2. সৈয়দ		সিহাবনামা
3. আলাওল	মাগন ঠাকুর	→ পদ্মাবতী
	সৈয়দ মুসা	→ সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল
	সোলায়মান	→ সতীময়না লোর চন্দ্রানী / তোহফা
	সৈয়দ মহম্মদখান	→ সপ্তপয়কর
	মজলিস নবরাজ	→ সিকান্দর নামা।
4. শ্রেষ্ঠী মাগন ঠাকুর		চন্দ্রাবতী
5. আব্দুল করিম খোন্দকার	অভিধান	দুল্লা মজলিস

অনুগান সংগীত — MP3

page → ২৫

অনুবাদ সাহিত্য

ন্যাসিভেরেন

page — 49.

মালাধর বসু

⇒ ভাগবত পুরাণের অনুবাদক হিসাবে তিনি পরিচিত

⇒ তার অনূদিত ভাগবতের নাম – শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণ

⇒ মালাধর বসু রচিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" কাব্যের জনপ্রিয়তা ও লোকপ্রিয়তার কারণে গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহ তাকে "গুণরাজ খান" উপাধি দেন।

মহাভারত :–

⇒ মহাভারত মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এটি ~~বাংলায় প্রথম~~ রচনা করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, এটি বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

⇒ গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের উৎসাহে কবি এই কাব্য রচনা করেন বলে এর "পরাগলী মহাভারত" নামে খ্যাত।

⇒ পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীনন্দী রচিত কাব্য ছুটিখানী মহাভারত নামে পরিচিত

⇒ মহাভারতের সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও জনপ্রিয় ভাষায় অনুবাদ করেন সপ্তদশ শতকের কবি → কাশীরাম দাস,

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

শাহ মুহাম্মদ সগীর :-

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হলেন শাহ মুহাম্মদ সগীর, তিনিই মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কবি বলা হয়

⇒ শাহ মুহাম্মদ সগীর পনের শতকের কবি ছিলেন তার কাব্যের নাম - ইউসুফ-জোলেখা, তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ, এটি একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য,

⇒ শাহ মুহাম্মদ সগীর ছাড়াও 'ইউসুফ জোলেখা' নামে আবদুল হাকিম, জরীউল্লাহ, গোলাম সাকলাত উল্লাহ, সাবেক আলী ও ফকির মোহাম্মদ কাব্য রচনা করেন, কিন্তু সগীরের কাব্যই শ্রেষ্ঠ,

⇒ ইউসুফ-জোলেখা প্রায় তিন হাজার বছরের পুরাতন,

কবিগান

কবিগান মূলত দুই দলের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত কবিওয়ালার মূলত গায়ক যারা টাকার বিনিময়ে মনোরঞ্জন করতেন।

*** গোজলা গুই → তিনি কবিগানের আদিগুরু নামে পরিচিত।

*** রসরাজ, ভোলা ময়রা, হরুঠাকুর, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামবসু, নিধু গুপ্ত, নিতাই বৈরাগী শ্রীধর কথক ছিল

*** → হরু ঠাকুরকে কবিগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলা

পুথিসাহিত্য :—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়ার্ধে আরবি-ফারসি শব্দকোষ এক ধরনের বিশেষ লেখারীতিতে এক যে কাব্য রচনা করা হয়েছিল তাহাই পুথিসাহিত্য, একে কেউ বটতলা পুথি নামেও চিহ্নিত করেছেন। আরবি ফারসি ব্যতীত অন্য ভাষা একে দোভাষী পুথিও বলা হয়।

যুগ সন্ধিক্ষণ / অবক্ষয় যুগ

⇒ মধ্যযুগের পরিধি ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ বিস্তৃত বলে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে এই যুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের অবসান ঘটে। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নেই, তাই ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত "যুগ সন্ধিক্ষণ" বা অবক্ষয় যুগ বলা হয়।

অবক্ষয় যুগে বাংলা সাহিত্য

- কবিগান
- পুথিসাহিত্য

সাহিত্যের Romantic poetry → page → yo

আবদুল হাকিম:

=> সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবি আবদুল হাকিম। জন্মস্থান নোয়াখালীর সুচারামপুর।

=> তার রচিত কাব্যগুলো হল → নূরনামা, ইউসুফ জোলেখা, লালমতি, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, নসীহৎনামা, কারবালা ও সহরনামা।

=> তার শ্রেষ্ঠ কাব্য → নূরনামা,

যে সবে বঞ্চিত ধর্ম হিংসে বঙ্গবাসী
যে সব কারণে জন্ম নির্ণয় না জানি,
সেই দোষে এই কাব্য জন্ম করিলাম

উল্লেখযোগ্য কবি :—

⇒ কবি কৃষ্ণরাম দাস :— এই ধারায় প্রথম কবি রায়মঙ্গল ছিল তাঁর কাব্য নাম।

⇒ গোবিন্দ হালদার — মিশ্র রীতিতে তাঁর কাব্যগুলো হল, আমীর হামজা (২য় অংশ), ~~[illegible]~~ ~~ইউসুফ জোলেখা~~ ~~[illegible]~~, ~~সত্যপীরের~~ ~~পুথি ইত্যাদি~~,
জিনের পুথি, হাতেম তাই ইত্যাদি। সর্বমোট ৪ খানি কাব্য হত রচিত অনুবাদ কাব্য।

ফকির গরীবুল্লাহ

⇒ পোলাশী পুথি সাহিত্যের আদিতম জনপ্রিয় লেখক হলেন ফকির গরীবুল্লাহ।

⇒ তাঁর মিশ্র রীতিতে তাঁর কাব্যগুলো হল আমীর হামজা (১ম অংশ) ~~[illegible]~~ ইউসুফ জোলেখা, সোনাভান, সত্যপীরের পুথি,

টপ্পাগান

⇒ কবিগানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলীতে টপ্পাগান নামে রাগ-রাগিণীযুক্ত এক ধরণের ভোগ গানের প্রচলন ঘটে। হিন্দি টপ্পা গান এর আদ

⇒ বাংলার টপ্পা গানের জনক ছিলেন নিধু বাবু বা রা গুপ্ত। ক

⇒ এই টপ্পা থেকেই আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা বলে অনেকের ধারণা।

⇒ এই গানের বৈশিষ্ট্য হল মননশীলতা এবং যা তৎকালীন নাগরিক জীবনের ফল।

পাঁচালী গান

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাঁচালী গান এদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। এদের মধ্যে শক্তিশালী কবি ছিলেন দাশরথি রায় বা দাশু রায়।

উপজীব্য :— কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, মঙ্গলকাব্যের পা ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বা দুই যুগ মিলনকারী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তার বাড়ি ২৪ পরগনার কাঁচড়াপাড়ার শিয়ালডাঙায় মাতুল বংশে জন্ম গ্রহণ করেন,

মৃত্যু :— যুগসন্ধিক্ষণের কবি → মাত্র ৪৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ।

সাহিত্যকর্ম

কবিতা → তপসে মাছ, আনারস, নীলকর, বাঙালীর মেয়ে

কাব্যগ্রন্থ → প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর

নাটক → বোধেন্দু বিকাশ,

⇒ তার রচনা বাঙালীর কাছে কবিতার শ্রী শিল্পের সমর্থন ছিল না,

⇒ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিওয়ালা ও আধুনিক যুগের মিলনকারী

⇒ তিনি সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন।

⇒ দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলাইয়া